গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, প্লট- এফ ১/এ
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.nbr.gov.bd

নথি নং-৯(২৫) বোর্ড প্র:-১/২০১২ / ৪৬২

তারিখঃ ১৬ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ / ৩১ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব মোঃ আবুল কালাম (সাময়িক বরখাস্ত) (মামলা নং-৪/২০২৬), অফিস সহায়ক'কে মূসক মনিটরিং, পরিসংখ্যান ও সমন্বয় এবং অতি: দা: মূসক প্রশিক্ষণ ও পুরস্কার শাখায় গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অফিস আদেশের মাধ্যমে পদায়ন করা হয়। অফিস আদেশের প্রায় ০১ (এক) মাস পর তিনি উক্ত শাখায় যোগদান করেন এবং প্রায় সময় তিনি বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। সেপ্টেম্বর/২০২৫ মাসে তিনি অধিকাংশ কর্মদিবসে অনুপস্থিত ছিলেন এবং অক্টোবর/২৫, নভেম্বর/২৫ ও ডিসেম্বর/২৫ মাসে মাঝে মাঝে অফিসে উপস্থিত ছিলেন। **তিনি গত ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬ হতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন** । বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির জন্য গত ১০/০৫/২০২৬ খ্রি. তারিখের ০৯(২৫)বোঃপ্রঃ-১/২০১২-২৬৪ নং স্মারক মোতাবেক কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় এবং ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও তিনি জবাব দাখিল করেন নাই; এবং

০২। যেহেতু, উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ আবুল কালাম, অফিস সহায়ক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২(খ), ২(চ), ৩(খ) ও ৩(গ) অনুসারে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন (Desertion)' এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন বিধায় একই বিধিমালার বিধি-১২ অনুযায়ী তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় ও উক্ত বিধিমালার বিধি (৪) মোতাবেক কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ সম্বলিত লিখিত জবাব ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রদানের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২১ মে, ২০২৬ খ্রি. তারিখের ৯(২৫) বোর্ড প্র:-১/২০১২-২৯৯ নং স্মারকের মাধ্যমে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। উক্ত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী তার স্থায়ী ঠিকানা [গ্রাম: জুনাস্বর চৌয়ানী বাড়ি, ডাকঘর: পাকনুরপুর, থানা-কচুয়া, জেলা: চাঁদপুর।] ও বর্তমান ঠিকানা [বি/১১২/ডি-৮ এ.জি.বি কলোনী, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০] এবং WhatsApp নম্বরে [+880 1821-337067] প্রেরণ করা হলেও আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি কোনো লিখিত জবাব দাখিল করেন নাই, লিখিত জবাব দাখিলের জন্য সময় বৃদ্ধির কোনো আবেদন করেন নাই এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে উপস্থিত হন নাই। পরবর্তীতে জনাব মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, দ্বিতীয় সচিব, (বোর্ড প্রশাসন-৩), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা-কে উক্ত বিভাগীয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, 'সার্বিক পর্যালোচনা ও দালিলিক প্রমাণাদি বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, জনাব মোঃ আবুল কালাম, অফিস সহায়ক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ২(খ), ২(চ), ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক অসদাচারণ ও পলায়ন (উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইনসংগত আদেশ অমান্যকরণ, কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন, বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি) -এর অভিযোগের সত্যতা বিদ্যমান। শুনানীতে অভিযুক্ত কর্মচারী জনাব মোঃ আবুল কালাম, অফিস সহায়ক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অসুস্থাজনিত কারনে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কথা জানান। তিনি বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার জন্য মৌখিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও এ ধরনের কাজ আর করবেন না বলে অঙ্গীকার করেন। অভিযুক্ত কর্মচারীর বক্তব্য, চিকিৎসার প্রমাণাদি, তার কৃতকর্মের পরিধি, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, সাক্ষ্যগণের সাক্ষ্য ইত্যাদি বিবেচনা করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে'; এবং

০৪। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক জনাব মোঃ আবুল কালাম, অফিস সহায়ক এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৩(গ) অনুযায়ী 'পলায়ন (Desertion) এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২১/০৭/২০২৬ খ্রি. তারিখের ৯(২৫) বোর্ড প্র:-১/২০১২-৪০৬ নং স্মারকে **দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ** জারি করা হয় ও তার স্থায়ী ঠিকানা [গ্রাম: জুনাস্বর চৌয়ানী বাড়ি, ডাকঘর: পাকনুরপুর, থানা-কচুয়া, জেলা: চাঁদপুর।] ও বর্তমান ঠিকানা [বি/১১২/ডি-৮ এ.জি.বি কলোনী, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০] এবং WhatsApp নম্বরে [+880 1821-337067] প্রেরণ করা হয় ।

০৫। যেহেতু, জনাব মোঃ আবুল কালাম, অফিস সহায়ক উক্ত দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে উল্লেখ করেন, ''জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একজন কর্মচারী হিসেবে প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ ও সুনামের প্রতি আমি সর্বদা শ্রদ্ধাশীল । আমার দীর্ঘ চাকরি জীবনে দায়িত্ব পালনে আন্তরিক থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। অভিযোগে উল্লিখিত সময়ে আমি একদিকে চরম পারিবারিক সকট এবং অন্যদিকে গুরুতর শারীরিক ও মানসিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করছিলাম। পারিবারিক জটিলতার কারণে আমি মানসিকভাবে অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি। সেই সময়ে আমার স্বাভাবিক বিচার-বিবেচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা এবং দৈনন্দিন কর্মকান্ড পরিচালনার স্বাভাবিকতা উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত হয়েছিল। এর পাশাপাশি আমি চর্মরোগ (স্ক্যাবিস) এ গুরুতরভাবে আক্রান্ত হই। রোগটির তীব্রতার কারণে আমার মাথা ও মুখমন্ডল ফুলে যায় মাথার আক্রান্ত স্থান থেকে পানি বের হতে থাকে এবং চোখের চারপাশ ফুলে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে দেখতেও কষ্ট হচ্ছিল। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এটি সংক্রামক (ছোঁয়াচে) রোগ হওয়ায় আমাকে প্রায় ১৫ (পনেরো) দিন সম্পূর্ণ বেড রেস্টে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে আমার পক্ষে স্বাভাবিকভাবে কর্মস্থলে উপস্থিত হওয়া বা প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

আমি আন্তরিকভাবে আশঙ্কা করেছিলাম যে, ওই মানসিক ও শারীরিক অবস্থায় কর্মস্থলে উপস্থিত থাকলে আমার আচরণ ও কার্যক্রম সহকর্মীদের নিকট অস্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হতে পারে এবং কর্মপরিবেশে বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। একই সঙ্গে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত অবস্থায় অফিসে উপস্থিত হলে সহকর্মীদের স্বাস্থ্যঝুঁকিরও আশঙ্কা ছিল। এ ধরনের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ছিল এবং তা কোনোভাবেই চাকরির প্রতি অনীহা, দায়িত্ব

পালনে অবহেলা বা চাকরি পরিত্যাগের মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ছিল না। আমি স্বীকার করছি যে, উক্ত কঠিন সময়ে কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে অবহিত করা, কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে উপস্থিত হওয়া আমার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা, মানসিক বিপর্যয় এবং বাস্তব পরিস্থিতির কারণে আমি তা যথাসময়ে করতে সক্ষম হইনি। এটি ছিল আমার অনিচ্ছাকৃত একটি ত্রুটি, যার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আমি বর্তমানে আমার ভুলত্রুটি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হবে না এই মর্মে অঙ্গীকার করছি। ভবিষ্যতে সরকারি কর্মচারী হিসেবে সকল বিধি-বিধান, শৃঙ্খলা ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করে সততা, নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করব। আমার চাকরির ওপরই আমার ও আমার পরিবারের জীবিকা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। চাকরির হারালে আমি ও আমার পরিবার চরম আর্থিক ও মানবিক সংকটে নিপতিত হব, যা আমাদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হবে। অতএব, উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ, আমার অনাকাঙ্ক্ষিত পারিবারিক, শারীরিক ও মানসিক সংকটের বাস্তব প্রেক্ষাপট, চিকিৎসাজনিত অসুস্থতা, দীর্ঘ চাকরি জীবন, চাকরির ওপর আমার ও আমার পরিবারের সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা এবং ভবিষ্যতে সর্বোচ্চ সততা, নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আন্তরিক অঙ্গীকার মানবিক ও সহানুভূতির সঙ্গে সদয় বিবেচনা করে আমার বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত চাকরি হতে বরখাস্তের শাস্তি পুনর্বিবেচনা করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি । বিশেষত আমাকে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান অথবা কর্তৃপক্ষ যদি কোনো শাস্তি আরোপকে সমীচীন মনে করেন, তবে সর্বনিম্ন শাস্তি আরোপপূর্বক চাকরিতে বহাল থেকে নিজেকে সংশোধনের শেষ সুযোগ প্রদানের জন্য সবিনয় প্রার্থনা করছি।'

০৬। যেহেতু, জনাব মোঃ আবুল কালাম (সাময়িক বরখাস্ত), অফিস সহায়ক ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য আবেদন করেন নাই এবং ১৫ জানুয়ারী, ২০২৬ খ্রি. থেকে ২১ মে ২০২৬ খ্রি. বিভাগীয় মামলা রুজুর তারিখ ও এর পর হতে মে/২০২৬ মাসে সকল কর্মদিবস, জুন/২০২৬ মাসে ১১ (এগারো) কর্মদিবস, জুলাই/২০২৬ মাসে ১২ (বারো) কর্মদিবস ও আগস্ট/২০২৬ মাসে ১২ (বারো) কর্মদিবস উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন,যা সরকারি চাকরির শৃঙ্খলা পরিপন্থি অপরাধ মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

০৭। সেহেতু, সার্বিক বিষয় ও তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় জনাব মোঃ আবুল কালাম (সাময়িক বরখাস্ত), অফিস সহায়ক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা গত ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬ হতে অদ্যাবধি ধারাবাহিকভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(গ) অনুয়ায়ী 'পলায়ন (Desertion).' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড আরোপ করা হলো।

০৮। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৩১.০৮.২০২৬

(আহসান হাবিব)
ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

নথি নং-৯(২৫) বোর্ড প্র:-১/২০১২

তারিখঃ ১৬ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
৩১ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিব, বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫. সদস্য (সকল), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক, সিআইসি/গবেষণা ও পরিসংখ্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
৭. সিস্টেমস ম্যানেজার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (তাঁকে প্রজ্ঞাপনটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের নির্দেশ প্রদান করা হলো)।
৮. চিফ একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসার, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৯. দ্বিতীয় সচিব (বোর্ড প্রশাসন-১/২/৩/৪/৫/এস্টেট), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
১০. দ্বিতীয় সচিব (বোর্ড প্রশাসন-৩), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (তাঁর নামে বরাদ্দকৃত বাসা থাকলে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হলো)।
১১. হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
১২. জনাব মোঃ আবুল কালাম, অফিস সহায়ক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা ।
১৩. ব্যক্তিগত নথি।

(আহসান হাবিব)
ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা